

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

2127 - সংক্ষেপে বয়িেরে রুকন, শর্ত ও ওলি বা অভ্যাবক এর ক্ষত্রে প্রযোজ্য শর্তসমূহ

প্রশ্ন

বয়িেরে রুকন ও শর্ত ককি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইসলামে বয়িেরে রুকন বা খুটি তনিটি:

এক:

বয়িে সংঘটিত হওয়ার ক্ষত্রে সমূহ প্রতবিন্ধকতা হতে বর-কনে উভয়ে মুক্ত হওয়া। যমেন- বর-কনে পরস্পর মোহরমে হওয়া; ঔরশগত কারণে হোক অথবা দুগ্ধপানরে কারণে হোক। বর কাফরে কন্তি কনে মুসলমি হওয়া, ইত্য়াদি।

দুই:

ইজাব বা প্রস্তাবনা: এটি ময়িেরে অভ্যাবক বা তার প্রতনিধিরি পক্ষ থেকে পশেক্ত প্রস্তাবনামূলক বাক্য। যমেন- বরকনে লক্ষ্য করে বলা যতে পারে “আমি অমুককে তোমার কাছে বয়িে দলাম” অথবা এ ধরনরে অন্য কোন কথা।

তনি:

কবুল বা গ্রহণ: এটি বর বা বররে প্রতনিধিরি পক্ষ থেকে সম্মতসূচক বাক্য। যমেন- বর বলতে পারনে “আমি গ্রহণ করলাম” অথবা এ ধরনরে অন্য কোন কথা।

বয়িে শুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলো নমিনরূপ:

(১) ইশারা করে দেখয়িে দয়ো কথিবা নামোললেখ করে সনাক্ত করা অথবা গুণাবলী উল্লেখ অথবা অন্য কোন মাধ্যমে বর-কনে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

উভয়কে সুনির্দিষ্ট করে নয়ো।

(২) বর-কনে প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া। এর দলীল হচ্ছে-নবী (সাঃ) বাণী “স্বামীহারা নারী (বধিবা অথবা তালাকপ্রাপ্তা) কে তার সদিধান্ত জানা ছাড়া (অর্থাৎ সদিধান্ত তার কাছ থেকে চাওয়া হবে এবং তাকে পরষ্কারভাবে বলতে হবে) বয়ি দেয়া যাবে না এবং কুমারী ময়েকে তার সম্মতি ছাড়া (কথার মাধ্যমে অথবা চুপ থাকার মাধ্যমে) বয়ি দেয়া যাবে না। লোকেরো জিজ্ঞাসে করল,ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ)! কমনে করে তার সম্মতি জানব (যেহেতু সে লজ্জা করবে)। তিনি বললেন,চুপ করে থাকাটাই তার সম্মতি।”[সহীহ বুখারী, (৪৭৪১)]

(৩) বয়িরে আকদ (চুক্তি) করানোর দায়িত্ব ময়েরে অভভিবককে পালন করতে হবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বয়ি দেয়ার জন্য অভভিবকদের প্রতি নির্দেশনা জারী করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমরা তোমাদের মধ্যে অববাহিত নারী-পুরুষদের ববাহ দাও।”[সূরা নূর, ২৪:৩২] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে নারী তার অভভিবককে অনুমতি ছাড়া বয়ি করবে তার ববাহ বাতলি, তার ববাহ বাতলি, তার ববাহ বাতলি।”[হাদিসটি তিরমিযি (১০২১) ও অন্যান্য গ্রন্থকার কর্তৃক সংকলিত এবং হাদিসটি সহীহ]

(৪) বয়িরে আকদের সময় সাক্ষী রাখতে হবে। দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “অভভিবক ও দুইজন সাক্ষী ছাড়া কোন ববাহ নাই।” [তাবারানী কর্তৃক সংকলিত, সহীহ জামে (৭৫৫৮)]।

বয়িরে প্রচারণা নশ্চিতি করতে হবে। দলীল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী- “তোমরা বয়িরে বিষয়টি ঘোষণা কর।”[মুসনাদে আহমাদ এবং সহীহ জামে গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলা হয়েছে (১০৭২)]

বয়িরে অভভিবক হওয়ার জন্য শর্তঃ

১. সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া।

৩. দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়া।

৪.অভভিবককে কনের ধর্মের অনুসারী হওয়া। সুতরাং কোন অমুসলমি ব্যক্তি মুসলমি নর-নারীর অভভিবক হতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন মুসলমি ব্যক্তি অমুসলমি নর-নারীর অভভিবক হতে পারবে না। তবে অমুসলমি ব্যক্তি অমুসলমি নারীর অভভিবক হতে পারবে, যদিও তাদরে উভয়রে ধর্ম ভিন্ন হোক না কেন। কিন্তু মুরতাদ ব্যক্তিকারো অভভিবক হতে পারবে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

না।

৫. আদলে বা ন্যায়বান হওয়া। অর্থাৎ ফাসকে না হওয়া। কছু কছু আলমে এ শর্তটি আরোপ করছেন। অন্যরো বাহ্যিকি আদালতকে (দ্বীনদারকি) যথেষ্ট ধরছেন। আবার কারো কারো মতে, যাকে তিনি বয়ি দিচ্ছেন তার কল্যাণ বিবেচনা করার মত যোগ্যতা থাকলে চলবে।

৬. পুরুষ হওয়া। দলীল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী- “এক মহিলা আরকে মহিলাকে বয়ি দিতে পারবে না। অথবা মহিলা নিজেকে বয়ি দিতে পারবে না। ব্যভিচারিনী নিজেকে বয়ি দেয়।” [ইবনে মাজাহ (১৭৮২) ও সহীহ জামে (৭২৯৮)।

৭. বুদ্ধিমত্তার পরিপক্কতা থাকা। এটি হচ্ছে বয়ির ক্ষেত্রে সমতা (কুফু) ও অন্যান্য কল্যাণের দিক বিবেচনা করতে পারার যোগ্যতা।

ইসলামী আইনবিদগণ অভিভাবকদের একটি ক্রমধারা নির্ধারণ করছেন। সুতরাং নকিটবর্তী অভিভাবক থাকতে দূরবর্তী অভিভাবকের অভিভাবকত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। নকিটবর্তী অভিভাবক না থাকলে অথবা তার মধ্যে শর্তের ঘাটতি থাকলে দূরবর্তী অভিভাবক গ্রহণযোগ্য হবে। নারীর অভিভাবক হচ্ছে- তাঁর পতি। এরপর পতি যাকে দায়িত্ব দিয়ে যান সে ব্যক্তি। এরপর পতিমহ, যতই উর্দ্ধগামী হোক। এরপর তাঁর সন্তান। এরপর তাঁর সন্তানের সন্তানরো, যতই অধস্তন হোক। এরপর তাঁর সহোদর ভাই। এরপর তাঁর বমোত্রে ভাই। এরপর এ দুইশ্রণীর ভাইয়ের সন্তানরো। এরপর তাঁর সহোদর শ্রণীর চাচা। এরপর বমোত্রে শ্রণীর চাচা। এরপর এ দুইশ্রণীর চাচার সন্তানরো। এরপর মীরাছের ক্ষেত্রে যারা ‘আসাবা’ হয় সে শ্রণীর আত্মীয়গণ। এরপর নকিটাত্মীয় থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে আত্মীয়। যার কোন অভিভাবক নেই মুসলিম শাসক অথবা শাসকের প্রতিনিধি (যমেন বিচারক) তার অভিভাবক।